খন্দকার জাহিদ হাসান

‘গিরি থ্যাশ্ ভূ-র স্বর্গলাভ’

[শ্রীমান গিরি থ্যাশ্ ভূ স্বর্গলাভ করলেন। যখন তিনি স্বর্গদ্বারে পৌঁছালেন, তখন এক অশীতিপর দ্বাররক্ষী শ্রীমান লাত্যিয়ে তাঁর পথ আটকালেন।]

লাত্যিয়েঃ (ব্যঙ্গাত্মক সুরে) স্বর্গপ্রাপ্তি?
গিরিঃ সেটাই তো বলা হোয়েছে আমাকে!
লাত্যিয়েঃ (গিরির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে) কই দেখি তোমার ছাড়পত্র!?

[গিরি থ্যাশ্ ভূ দ্বাররক্ষী লাত্যিয়ের নিকট তাঁর ছাড়পত্রটি হস্তান্তর করলেন। লাত্যিয়ে তা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে উল্টেপাল্টে দেখলেন।]

লাত্যিয়েঃ ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! এ তো একেবারে ভুট্টাপাতার ছাড়পত্র গো! সংগে আবার এটা কি ধরিয়ে দিয়েছে? দেখে তো মনে হচ্ছে, কাঁঠালের বীচি!!
গিরিঃ (অনেকটা কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে) হবে হয় তো! আমি তার কি জানি?
লাত্যিয়েঃ (পলকহীন চোখে গিরির দিকে তাকিয়ে থেকে) বুঝেছি। বেঁচে থাকতে তুমি কাঁঠাল খুব পছন্দ করতে। তাই না?
গিরিঃ হুঁ, পাকা কাঁঠাল। সেই সাথে ভুট্টার ছাতু। তা ছাড়া....
লাত্যিয়েঃ ওয়াক্ থু! একেবারে চাষাড়ে খাবার! চাষা-টাষা ছিলে নাকি বাপু?
গিরিঃ (দ্বিধান্বিত কণ্ঠে) পেশার কথা জানতে চাইছো নাকি?... তা আমি পেশাতে ছিলাম কুমোর।

[হঠাৎ সামান্য দূরে যেন সানাই বেজে উঠলো। শ্রুতিমধুর এক নারীকণ্ঠ ভেসে এলো।]

নারীকণ্ঠঃ লাত্যিয়ে! খামোখা ঝামেলা করছো কেন? ছেড়ে দাও ওকে।
লাত্যিয়েঃ (ঝাঁঝালো কণ্ঠে) ঝামেলা আর কি এমন করছি রুয়েতা? আমি আমার দায়িত্বপালন করছি মাত্র। তোমরা আমাকে দ্বাররক্ষী বানিয়েছো না?

[যেন পরীর মত বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এলো রূপসী স্বর্গকন্যা রুয়েতা।]

রুয়েতাঃ (দ্বাররক্ষী লাত্যিয়ের উদ্দেশ্যে) আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম তুমি ওর ভুট্টাপাতার ছাড়পত্র নিয়ে ওকে উপহাস করছো। এটা আবার কি ধরণের দায়িত্বপালন?
লাত্যিয়েঃ দ্যাখো রুয়েতা, তোমাদের এই নব্য স্বর্গবাসী ছিলো ছাতুখোর এক সামান্য কুমোর। তার ওপর আবার জ্যাক্ ফ্রুট্, মানে, গোলামের ফলও নাকি ছিলো তার অতি প্রিয় খাবার। কাদা ছান্‌তে ছান্‌তে আর চাকি ঘোরাতে ঘোরাতেই তো ওর জীবনটা বরবাদ হোয়েছে। তাই এখন একটু ভালোমত বাজিয়ে-টাজিয়ে দেখতে হবে না ওকে?
রুয়েতাঃ ওকে বাজিয়ে দেখার কাজ তোমার নয় লাত্যিয়ে। তা ছাড়া গিরিকে ইতিমধ্যেই বাজিয়ে দেখা হোয়ে গেছে।
লাত্যিয়েঃ বটে! ওর নাম গিরি নাকি? (গিরিকে উদ্দেশ্য ক’রে) তা শ্রীমান গিরি, পৃথিবীর কোন্ দেশ থেকে আসা হচ্ছে?
রুয়েতাঃ যে দেশ থেকেই আসুক, তাতে কিছু যায় আসে না। গরীব হলেও গিরি খুব সৎ আর সহজ-সরল একজন মানুষ ছিলো। তোমার মতন অমন অর্থগৃধ্নু রক্তচোষা ছিলো না সে।
লাত্যিয়েঃ দ্যাখো রুয়েতা, আমার সংগে তোমার কিন্তু আরও সংযতভাবে কথা বলা উচিত। হাজার হলেও পৃথিবীতে আমি একজন বিলিয়নেয়ার ছিলাম! স্বর্গকন্যা হোয়েছো ব’লে ধরাকে আর সরাজ্ঞান কোরো না।

রুয়েতাঃ আচ্ছা লাত্যিয়ে, সেই কবে তুমি ধরাত্যাগ করেছো, বলোতো!? তারপর এতকাল নরকবাসও করলে। তবু এখনও তোমার মুখ থেকে ধরার কথা গেল না?

লাত্যিয়েঃ (দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে) এ প্রসংগে আমার দু'টি কথা আছে রুয়েতা। এক নম্বর কথা হলোঃ ধরাতে যে সম্মান ও ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তা কখনও ভোলার নয়।

রুয়েতাঃ তুমি ভুল করছো লাত্যিয়ে। পৃথিবীতে তোমার প্রচূর অর্থকড়ি ছিলো ব'লে কিছু মানুষ তোমাকে সমীহ ক'রে চল্‌তো, তোমাকে এক ধরণের কৃত্রিম সম্মান প্রদর্শন করতো। কিন্তু সত্যিকারভাবে কখনোই তারা তোমাকে ভালোবাসতো না।.... সে যা হোক, তোমার দু'নম্বর কথাটি কি?

লাত্যিয়েঃ দু'নম্বর কথা হলোঃ আমার আপ্তবাক্যটি আমি সংশোধন ক'রে তোমাকে এখন বলতে চাই, "রুয়েতা, স্বর্গকন্যা হোয়েছো ব'লে স্বর্গকে আর সরাজ্ঞান কোরো না!"

রুয়েতাঃ (হাসতে হাসতে) আপ্তবাক্য সংশোধনের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমাদের সম্মানিত নতুন স্বর্গবাসীকে বরণ ক'রে নিতে দাও। (গিরি থ্যাশ্ ভূ-র গলায় অজানা ফুলের মালা পরিয়ে দিতে দিতে) আমি স্বর্গকন্যা রুয়েতা সকল স্বর্গবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্বাগতম শ্রীমান গিরি থ্যাশ্ ভূ!

লাত্যিয়েঃ (ঈর্ষান্বিত চোখে গিরির দিকে তাকিয়ে) স্বর্গলাভ ক'রে তুমিও আবার স্বর্গকে সরাজ্ঞান কোরো না গিরি। তোমার স্বর্গবাস সুখের হোক।

রুয়েতাঃ (লাত্যিয়ের উদ্দেশ্যে) স্বর্গবাস কখনোই দুঃখের হয় না লাত্যিয়ে। (গিরির হাত ধ'রে তাকে স্বর্গের ভেতরপানে নিয়ে যেতে যেতে) এসো গিরি, আমার সংগে এসো।

[পৃথিবীতে গিরি মেয়েদের ব্যাপারে বরাবর-ই লাজুক ছিলেন। কিন্তু এই প্রথম তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পরমাসুন্দরী স্বর্গকন্যা রুয়েতাকে তাঁর একটুও লজ্জা করছে না। শুধু তা-ই নয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, হিংসা, দ্বেষ– এই অনুভূতিগুলো যেন তাঁর ভেতর থেকে বে-মালুম গায়েব হোয়ে গেছে। তবে বিস্ময়ের অনুভূতির তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বলেই তাঁর বোধ হলো। হঠাৎ রুয়েতার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন গিরি।]

গিরিঃ (সামান্য দূরে অবস্থিত এক ঝোপের দিকে আংগুল নির্দেশ ক'রে) দ্যাখো রুয়েতা, পাতার ওপর কি সুন্দর একটা কালো কুচ্‌কুচে বিরাট মাকড়সা বসে আছে!

রুয়েতাঃ (গিরির দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে) হ্যাঁ, খুব সুন্দর। (আচম্‌কা গিরির মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) মাকড়সাটা দেখতে তোমার আসলেই ভালো লাগছে?

গিরিঃ হুঁ। কেন বলোতো?

রুয়েতাঃ (স্মিতহাস্যে) পৃথিবীতে থাকতে তুমি কিন্তু মাকড়সাকে বড্ডো ভয় পেতে। তোমার কি তা মনে পড়ছে?

গিরিঃ হ্যাঁ, পড়ছে। তবে পৃথিবীর মাকড়সাগুলো খুব কুৎসিত ছিলো। কিন্তু এটা....

রুয়েতাঃ (গিরির কথা শেষ হওয়ার আগেই) মোটেও না শ্রীমান গিরি থ্যাশ্ ভূ। এটা পৃথিবীরগুলোর চাইতেও অনেক বেশী কুৎসিত। আসল কথা হলোঃ স্বর্গে সবকিছুই সুন্দর।

[গিরি কোনো কথা বললেন না। লজ্জা, ঘৃণা, ইত্যাদি অনুভব না করলেও সেই মুহূর্তে তিনি কিন্তু বেশ ক্ষুধা অনুভব করছিলেন। সংগে সংগেই রুয়েতা যেন তাঁর মনের কথা টের পেয়ে গেল।]

রুয়েতাঃ গিরি, কি খাবে বলো।

গিরিঃ (একটু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে) ভুট্টার ছাতু- - আর- -

রুয়েতাঃ (গিরির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) - - আর পাকা কাঁঠাল?

গিরিঃ কি আশ্চর্য! তুমি তো আগেভাগেই আমার মনের খবর জেনে ফেল্‌ছো! তা হলে আর আমাকে প্রশ্ন করছো কেন?

রুয়েতাঃ প্রশ্ন করছি এ কারণেই যে, তোমাকে যাতে বোবা হোয়ে যেতে না হয়।

গিরিঃ আমার কিন্তু আরও একটা খাবার খুব-ই পছন্দের। তবে ওটা খেলে আমি অসুস্থ হোয়ে পড়ি। জীবনে মাত্র দু'বার খাবারটা খেয়েছি।

রুয়েতাঃ আমি জানি। খাবারটা হলোঃ চীনে বাদামের ঘুগ্‌নি। (সামান্য বিরতির পর) আসলে পৃথিবীতে তোমার চীনে বাদামে এ্যালার্জি ছিলো। এখন নেই। তাই ঐ খাবারটাও এখন তুমি খেতে পারো।

গিরিঃ (দু'চোখ ছানাবড়া ক'রে) তাই নাকি? তা কতোটুকু খেতে পারি?

রুয়েতাঃ তোমার যতোটুকু মন চায়। কোনো অসুবিধা হবে না।

গিরিঃ পেটও খারাপ করবে না?

রুয়েতাঃ না। পেট আরও ভালো হবে।

গিরিঃ কেন বলোতো?

রুয়েতাঃ তোমাকে তো একবার বলেছিইঃ স্বর্গে সবকিছুই সুন্দর। যতো পারো খাও।

গিরিঃ বেশী খাবার খেলে যদি মোটা হোয়ে যাই?

রুয়েতাঃ স্বর্গে ও-সব হয় না।

গিরিঃ কেন হয় না রুয়েতা?

রুয়েতাঃ পৃথিবীতে জীবজন্তু ও মানুষের মনোদৈহিক প্রক্রিয়া তাদের শরীরে মেদ জমায়, যাতে অনাগত দিনের দুঃসময়ে খাবারের অভাব দেখা দিলে দেহের সেই সঞ্চিত মেদ তাদেরকে শক্তি যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। এমনকি ধরাপৃষ্ঠে যে ব্যক্তির কোনো খাদ্যাভাব নেই, তার শরীরের ক্ষেত্রেও এ সূত্রটি প্রযোজ্য। কিন্তু স্বর্গে সেই সূত্র অচল। কারণ এখানে প্রবেশ করার সংগে সংগেই স্বর্গলাভকারীর মনোদৈহিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেওয়া হয়।

[রুয়েতার কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ কোথা থেকে যেন খাবারের রাশি রাশি পাত্র এসে হাজির হলো। সেই সব পাত্রে ছিলো বিস্তর চীনে বাদামের ঘুগ্‌নি ও পাকা কাঁঠালের অগণিত কোয়া। গিরি থ্যাশ্‌ ভূ কিছুক্ষণের মধ্যেই গোগ্রাসে সাড়ে তিনশ' পাত্র ঘুগ্‌নি আর কাঁঠালের দেড় হাজার কোয়া সাবাড় ক'রে ফেললেন। তারপর তৃপ্তির বিরাট এক ঢেকুর তুলতে তুলতে তিনি অনুভব করলেন যে, স্বর্গকন্যা রুয়েতা যেন তাঁর কোটি কোটি বছরের চেনা। জননী, ভগ্নী, কন্যা কিংবা জায়া— কোনো পর্যায়েই তাকে ফেলা যায় না। রুয়েতাকে ঘিরে তাঁর যেন হাজারো মধুর স্মৃতি সঞ্চিত হোয়ে আছে। সব স্মৃতিই বড়ো খোলামেলা, বড়ো মিষ্টি— কোনোটিতেই বিন্দুমাত্র কোনো অশ্লীলতা নেই। চারিদিকের সবকিছুই বড়ো মনোহর! এত সৌন্দর্যের মাঝে গিরি রুয়েতাকে বড্ডো সাদামাটা এক প্রশ্ন ক'রে বসলেন। নিজের সেই প্রশ্নের ধরণে তিনি নিজেই বেশ অবাক হোয়ে গেলেন।]

গিরিঃ রুয়েতা, আবার কখন খেতে পাবো?

রুয়েতাঃ যখন তোমার খুশী!

গিরিঃ তুমি বিরক্ত হবে না তো?

রুয়েতাঃ (অত্যন্ত ধীরে ধীরে) গিরি থ্যাশ্‌ ভূ! তুমি অনেককাল অভুক্ত ছিলে। এ আমার অপরিসীম বেদনার একটি বিষয়। এখন তুমি যতো বেশী বেশী খাবে, আমি ততো মুক্তি পাবো।

গিরিঃ (অবাক বিস্ময়ে) কি আশ্চর্য! তুমি কি মুক্ত নও?

রুয়েতাঃ না।

গিরিঃ কে তোমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে?

রুয়েতাঃ আমি আমার অপারগতার হাতে এতদিন বন্দী ছিলাম। আমার মুক্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে।

গিরিঃ তুমি কি ধরণের অপারগতার কথা বলছো রুয়েতা?

রুয়েতাঃ (গিরির মুখের পানে করুণ চোখে তাকিয়ে থেকে) আমার পরম প্রিয় গিরি! পৃথিবীর বুকে তুমি যে দুঃখ-কষ্ট লাভ করেছো, তা প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিলো না। নিদারুণ ক্ষুধার মাঝে তোমার শৈশব কেটেছে। কঠোর পরিশ্রমের মাঝে তুমি তোমার যৌবন কাটিয়েছো। স্ত্রী বিগত হওয়ার পর নিজে যৎসামান্য খেয়ে বুকের একমাত্র ধন তোমার পুত্র-সন্তানকে তুমি একাকী মানুষ করেছো। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তাকে বিদেশ পাঠিয়েছো। সেই সন্তানের সুবাদে যখন তুমি সামান্য টাকার মুখ দেখতে পেলে, ততোদিনে তোমার যৌবন বিগত হোয়েছে, চোখে ছানি পড়েছে, হজম ক্ষমতা কমে গেছে। সব-ই আমি জ্ঞাত ছিলাম। কিন্তু আমার সীমাহীন অপারগতার কারণে এতদিন আমি কিছুই করতে পারিনি!.... তাই আজ তুমি যতো পারো খাও। যতো খুশী, আনন্দ করো গিরি। তাহলেই আমার মুক্তি।

গিরিঃ (বিস্ময় বিমুগ্ধ কণ্ঠে অত্যন্ত ধীর লয়ে) তু-মি আ-স-লে কে- -?

রুয়েতাঃ (ওষ্ঠে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুলে) আমি?... আমি আসলে একা আমি নই!

গিরিঃ তবে তোমরা কারা?

রুয়েতাঃ আমি কোনো আমরাও নই! যুগপৎভাবে 'আমি' ও 'আমরা' হলাম অগণিত গুণবাচক বিশেষ্যের সমাহার– সব ধরণের তৃপ্তির পরিপূর্ণতা! পৃথিবীতে কোনো সৎ মানুষ কল্যাণকর যা কিছু থেকে বঞ্চিত হয়, এখানে আমি বা আমরা তাকে তা পাইয়ে দিই। আমাদের দেহ যে-সকল যৌগিক পদার্থ দিয়ে তৈরী, পৃথিবীর মানুষ এখনও সেগুলো আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। তবে একদিন সক্ষম হবে। আর সেদিন পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। কোটি কোটি গিরি থ্যাশ্ ভূ-র অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের চির-অবসান হবে.....!!!

[রুয়েতা প্রচন্ড হাসিতে ফেটে পড়লো। সেই সাথে সে বন্‌বন্ ক'রে ঘুরতে থাকলো। নাকি নাচতে থাকলো? গিরি থ্যাশ্ ভূ বিস্ফারিত নয়নে নৃত্যরতা রুয়েতাকে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।.....] (কাল্পনিক কাহিনী)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০২/০৫/২০০৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন